|  |
| --- |
| **নৌ পরিবহন** **মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** প্রাচীনকাল থেকে নদীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুকে ছড়িয়ে থাকা শত শত নদ-নদীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে মানুষের সুখ-দুঃখ ও সাফল্যের ইতিহাস। একসময়ে এ নদীই ছিল বাংলাদেশের যোগাযোগ ও অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন। অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার তুলনায় নৌপরিবহন ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব। তাই বাংলাদেশের নৌপরিবহন ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ফেরী, কোস্টাল ও কার্গো সার্ভিসের মাধ্যমে পরিচালিত এ পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে বছরে ২২৫ মিলিয়ন যাত্রী ও ২৫ মিলিয়ন যানবাহন পারাপার হয়। দেশের মোট আমদানি-রপ্তানির শতকরা ৬০ ভাগ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বিশ্ব বাণিজ্যে চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা সমুদ্রবন্দর এবং অন্যান্য স্থলবন্দরসমূহ বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশী জাহাজসমূহ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল আইন-১৯৫৮ অনুযায়ী চলাচল করে। বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিনেন্স ১৯৮৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের জাহাজসমূহ সমুদ্র পথে বিদেশে চলাচল করে। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ সংরক্ষণ আইন-১৯৮২ অনুযায়ী বিদেশী জাহাজসমূহ বাংলাদেশে জলসীমায় প্রবেশ করে। তাছাড়া বন্দর আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য আলাদা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন রয়েছে। এ সকল আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী স্ব-স্ব বন্দরে দেশের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় Allocation of business অনুযায়ী আধুনিক নৌ ও সমুদ্র বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন সমুদ্র পরিবহন, অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, উত্তম ও সাশ্রয়ী নৌ পরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করছে। এ সকল সেক্টরে নারীদের প্রয়োজনীয় সেবাসহ আনুষাংঙ্গিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে যা নৌ পরিবহন ব্যবস্থাপনায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলশ্রুতিতে নারী উন্নয়নের প্রসার ঘটাচ্ছে। এছাড়া, অন্যান্য কার্যক্রমেও পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা:** জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-৪১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি দলিলে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের জন্য সরাসরি জেন্ডার সংক্রান্ত বিষায়াদি উল্লেখ নেই। তবে, নারী উন্নয়নের অন্যান্য দিক নির্দেশনা অনুযায়ী পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নকে প্রভাবিত করে এমন কার্যক্রমসমূহ এ মন্ত্রণালয় থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসমূহ হল আধুনিক নৌ পরিবহন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসৃজন, বৈষম্য হ্রাস, সহজলভ্য সেবা এবং দারিদ্র বিমোচন।

**3.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি: এ কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে দেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে ব্যয় হ্রাস পাবে ও সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে মূল্য সাশ্রয় হবে এবং দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিপাবে। তাছাড়া, ২4টি স্থলবন্দরের মাধ্যমে পাশ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে জনগণের সাথে সাথে নারীদের উন্নত সেবা প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে নারীদের কর্মে প্রবেশের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। ফলে নারী আর্থিকভাবে ক্ষমতায়ন হবে।

**অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ:** অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌচলাচল সুগম ও সহজতর হয়েছে। এর ফলে নারীদের শ্রম বাজারে প্রবেশ করা সহজতর হচ্ছে ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। নৌপথে পরিবহন ব্যয় অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে তুলনামূলক কম। নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ ও নারী বান্ধব হওয়ায় অভ্যন্তরীণ নৌপথে নারীদের চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:** দেশের চলমান সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নতুন বাণিজ্যিক জাহাজ বহর গড়ে তোলার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। মেরিটাইম সেক্টরে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের প্রশিক্ষিত করে দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

* অভ্যন্তরীণ নৌপথ এবং গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলসমূহের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ: নৌপথে এবং বন্দর চ্যানেলসমূহের নাব্য নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নৌপথসমূহের উন্নয়নের ফলে নৌপথ ব্যবহারকারী নারী জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে। অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌচলাচল সুগম ও সহজ হওয়ায় নারীদের শ্রম বাজারে প্রবেশ সহজতর হবে। তাছাড়া নারীদের আয়বর্ধক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
* নৌপরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন: নদীবন্দর ও নৌপথসমূহের ভৌতসুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীদের কর্মসংস্থান হবে। এ কার্যক্রমের ফলে যোগাযোগব্যবস্থা নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত হওয়ায় শ্রমবাজারে নারীদের প্রবেশের হার বৃদ্ধি পাবে।
* সমুদ্র বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন এবং সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন: সমুদ্র বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পোশাক শিল্পের প্রসার ঘটবে। এর ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, দুর্যোগকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী দ্রুত সরবরাহের ফলে নারীরা প্রাকৃতিক ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম হবে।
* মেরিটাইম সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়ন: মেরিন একাডেমিতে নাবিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পুরুষের পাশাপাশি নারী ক্যাডেটদের কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে মেরিটাইম সেক্টরের সম্মানজনক এবং উচ্চ আয়ের পেশায় নারীদের সরাসরি প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। তাছাড়া নারী ক্যাডেটগণ দেশীবিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে পুরুষের পাশাপাশি সমভাবে সুনামের সাথে অফিসার ও ক্যাডেট হিসেবে কাজ করছে।
* স্থল বন্দরসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন: বাংলাদেশের ২৪টি স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে পাশ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে নারীদের কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

**5.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কাজ করছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণ্ণালয় ও দপ্তর সংস্থায় মোট ১৪,০৬৮ জন পুরুষ ও ৯২৯ জন নারী কর্মরত রয়েছে। অফিসে, মাঠ পর্যায়ে এবং সংস্থার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা হাসপাতালে নারীরা পুরুষের সাথে কাজ করছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নৌপথে নৌচলাচল সুগম ও সহজতর হয়েছে। এর ফলে নারীদের শ্রমবাজারে প্রবেশ করা সহজতর হচ্ছে ও নারীদের আয়বর্ধক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নৌপথে পরিবহন ব্যয় অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে তুলনামূলক কম। নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ ও নারী বান্ধব হওয়ায় অভ্যন্তরীণ নৌপথে নারীদের চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, মেরিটাইম সেক্টরে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের প্রশিক্ষিত করে দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে নারীদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার কার্যক্রমে পুরুষ ও মহিলারা সমভাবে উপকৃত হচ্ছে।

**5.1** মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান: মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের নির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে এ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

**5.2** **মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**6.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | গুরুত্বপূর্ন নৌবন্দর ও টার্মিনালে নারীদের জন্য পৃথক যাত্রী ছাউনী, বিশ্রামাগার, টয়লেট ও প্রার্থনা কক্ষ স্থাপন করা যেতে পারে। | বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বিভিন্ন নদী বন্দরে মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার, টয়লেট ও প্রার্থনা কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। |
| ২ | সোর ব্যবস্থাপনা ও জাহাজ সমূহে অধিক সংখ্যক নারীকর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে। | বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক শোর ব্যবস্থাপনায় ৬৯ জন মহিলা ক্যাডেটকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। |
| ৩ | কর্মস্থলে নারীকর্মীদের শিশু সন্তানদের জন্য বিনোদন ও চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে। | চট্টগ্রাম বন্দরে নারী কর্মীদের শিশু সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |

**6.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য আলোচনা:**

* বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রমে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সমভাবে কাজ করছে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে দেশে নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব পড়ছে। বিশেষতঃ উন্নত বন্দর সেবা প্রদানের মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্প সম্প্রসারণে অবদান রাখার ফলে বিপুল সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
* মেরিন একাডেমিতে ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রি-সী নারী ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শুরু করা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৮৪ জন নারী ক্যাডেট সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ১১ জন নারী ক্যাডেট একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত রয়েছে। সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মেরিন একাডেমি নারী ক্যাডেটদের জন্য পৃথক মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে নারী ক্যাডেটগণ নিরাপত্তার সাথে মনোরম পরিবেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধা পাচ্ছে। বিএসসি’র বিভিন্ন জাহাজে ৫৯ জন মহিলা ক্যাডেটকে সি-টাইম ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত ট্রেনিং এর পাশাপাশি ০৯ জন মহিলা অফিসারকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
* বন্দরের হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রশাসনিক কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমঅংশগ্রহণ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌচলাচল সুগম, সহজ ও নিরাপদ হওয়ায় নারীদের শ্রম বাজারে প্রবেশাধিকার সহজতর হয়েছে। নৌপথে পরিবহন ব্যয় অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় কম ও নিরাপদ হওয়ায় অভ্যন্তরীণ নৌপথে নারীদের চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে নারী উন্নয়নে প্রভাব ফেলছে।

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **নির্দেশক** | **পরিমাপের একক** | **প্রকৃত অর্জন** | | | **মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা** | | |
| **২০১9-20** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** | **২০২3-২4** | **২০২4-২5** |
| মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি | সংখ্যা | ১৩ | ১২ |  | ২০ | ২০ |  |

**6.৩ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে নারীর জীবনমানের বিষয়টি এখানে জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে:**

* নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের ফলে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সম্পৃক্ততার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। নারীর স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপদ বিচরণ (mobility) নিশ্চিতসহ সমাজে সকল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পলিসি ডকুমেন্টে নারী উন্নয়নের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারীর সম্পৃক্ততা রয়েছে
* নৌপরিবহনে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফেরিসার্ভিস, লঞ্চসার্ভিস এবং ল্যান্ডিং স্টেশনগুলিতে দিবারাত্রি সার্বক্ষণিক আনসার মোতায়েন করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকালীন উদ্ধার তৎপরতায় নারী ও শিশুদের উদ্ধারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নতুন উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহে মন্ত্রণালয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয় মহিলাদের দুর্ঘটনাকালীন নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে।
* মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নৌপথের নাব্যতা রক্ষা ও উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নদী খনন ও ড্রেজিং কর্মকান্ডে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নারী শ্রমিকরা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।
* ঢাকা শহরের চারিদিকে নৌপথ উন্নয়নের ফলে নদী তীরবর্তী এলাকার পরিবেশ এবং পানির গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটেছে। এর ফলে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। রাজধানী ঢাকাকে ঘিরে চলমান নৌসার্ভিসে নারীদের জন্য বিশেষ আসন সুবিধা রাখা হয়েছে, ফলে নারীর স্বচ্ছন্দ চলাচল নিশ্চিত হয়েছে।

**7.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* যে সকল নৌপথ ব্যবহার করে বিপুল সংখ্যক কর্মজীবী নারী প্রতিদিন কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করে থাকে, সে সকল রুটে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ‘মহিলা বাস’-এর অনুরূপ পৃথক মহিলা নৌসার্ভিস চালু করা যেতে পারে;
* নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং নৌ বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের বিভিন্ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তাদের নিয়োগ করা যেতে পারে;
* নৌপথে নারী যাত্রীদের সেবার মান ও নারী যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো উন্নত করা প্রয়োজন যাতে নৌপথে ভ্রমণ আরো নারীবান্ধব হয়;
* মহিলা ক্যাডেটদের (নটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মেরিন একাডেমি এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে;
* গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দর ও টার্মিনালে নারীদের জন্য পৃথক যাত্রী ছাউনী, বিশ্রামাগার, টয়লেট ও প্রার্থনা কক্ষ স্থাপন করা যেতে পারে;
* কর্মস্থলে নারীকর্মীদের শিশু সন্তানদের জন্য বিনোদন ও চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে;
* শোর (shore) ব্যবস্থাপনা ও জাহাজসমূহে অধিক সংখ্যক নারী কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে;
* বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজে নারী ক্যাডেটদের আত্মীকরণের ব্যপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে;
* বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি কর্তৃক ফিমেল ক্যাডেটদের জন্যও চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সায়েন্স (বিএমএস) অনার্স কোর্স চালু করা যেতে পারে।